আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত ইসমাইল (আ:)"**

তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা

ইব্রাহিমের ১০০ বছর বয়সে ইসহাকের জন্ম হয়। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ইসমাইলই ইব্রাহিমের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

ইসহাক فبشر بغلامٍ عليم

(الزاريات) ইসহাক জ্ঞানবান

بِغلامٍ حليم (الحجر)

ধৈর্যশীল ইসমাইল

ইসমাইল যখন পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি ও চলাফেরার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই তাকে যবেহ করার হুকুম হয়। তারপর যখন তাকে আর এক সন্তান ইসহাক (আ:) এর জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়।

ইসমাইলের বিনিময়ে যে ভেড়াটি যবেহ করা হয়েছিল তার শিং কাবাঘরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের যামানা পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুবাইরকে অবরোধ করে এবং কাবা ঘর ভেঙে ফেলার সময় শিংটি নষ্ট হয়ে যায়।

২:১২৫ এর ব্যাখ্যা

কাবাঘর পাক-পবিত্র রাখার অর্থ সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে বসে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভু, মাবুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবনকারী হিসাবে ডাকে, সে আসলে মসজিদকে নাপাক করে দিয়েছে। মক্কার মুশরিকরা ইব্রাহিম ও ইসমাঈলের উত্তরাধিকারী হবার জন্য গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু উত্তরাধিকারের হক আদায় করার পরিবর্তে এরা উল্টো সেই হককে পদদলিত করে যাচ্ছে। কাজেই ইব্রাহিম (আ:) এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল তা থেকে বনী ইসরাইলরা যেমন বাদ পড়েছে তেমনি এই ইসমাইলী মুশরিকরাও বাদ পরে গেছে।

১৪:৩৫-৫৯ এর ব্যাখ্যা

কুরাইশদের বলা হচ্ছে, তোমাদের প্রপিতা ইব্রাহিম (আ:) কোন ধরণের প্রত্যাশা নিয়ে তোমাদের এখানে আবাদ করেছিলেন, তার দোয়ার জবাবে আমি আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন ধরনের অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম এবং তোমরা নিজেদের প্রপিতার প্রত্যাশা ও নিজেদের রবের অনুগ্রহের জবাবে কোন ধরনের ভ্রষ্টতা ও দুস্কর্মের অবতারণা করে যাচ্ছো।

আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভক্তে পরিণত করেছে। এ বাক্যটিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মূর্তি যেহেতু অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে তাই পথভ্রষ্ট করার কাজকে তার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত ইব্রাহিম (আ:) কোনো অবস্থাতেও মানুষকে আল্লাহর আযাবের শিকার দেখতে চান না। বরং শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করার আবেদন জানাতে থাকেন। এটি তার আন্তরিক কোমলতা এবং মানুষের অবস্থার প্রতি চরম স্নেহ-মমতার ফল. জীবিকার ব্যাপারে তো তিনি এতটুকু বলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না যে,

وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الْاٰ خِرِ

এর অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা প্রদান করা। **"আল বাকারাহ ২:১২৬"** কিন্তু যেখানে আখেরাতে পাকড়াও করার প্রশ্ন আসে সেখানে তার কণ্ঠ থেকে একথা ধ্বনিত হয় না যে, আমার পথ ছাড়া যে অন্য পথে চলে তাকে শাস্তি দিয়ে দিও। বরং তিনি উল্টো এ কথা বলেন যে, তাদের ব্যাপারে কি ই-বা আবেদন জানাবো, তুমি তো পরম করুনাময় ও ক্ষমাশীল।

আর এ আপাদমস্তক স্নেহ ও মমতার পুতলী মানুষটির এ মনোভাব শুধুমাত্র তার নিজের সন্তান ও বংশধরদের ব্যাপারেই নয় বরং যখন ফেরেস্তারা লুতের সম্প্রদায়ের মতো দুস্কৃতিকারী সম্প্রদায় ধ্বংস করতে যাচ্ছিল তখন মহান আল্লাহ বড়ই প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, "ইব্রাহিম আমার সাথে ঝগড়া করতে লাগলো।" **(হুদ:৭৪)**

হজরত ঈসা (আ:) এরও একই অবস্থা। আল্লাহ যখন তার সামনেই খ্রিস্টবাদীদের ভ্রষ্টতা প্রমান করে দেন তখন তিনি আবেদন জানান, "যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আসলে আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা করেন তাহলে আপনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও জ্ঞানী।" **(মায়েদাহ: ১১৮)**

এই দোয়ার বরকতে প্রথমে সমস্ত আরবের লোকেরা হজ্জ ও উমরাহ করার জন্য মক্কায় ছুটে আসতো। আবার এখন সারা দুনিয়ার লোক সেখানে দৌড়ে যাচ্ছে। তারপর এ দোয়ার বরকতে এই সব যুগে সব ধরণের ফল, ফসল ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছে থাকে। অথচ তৃণপানি হীন অনুর্বর এলাকায় পশুখাদ্য উৎপন্ন হয় না।

বাইবেলে বর্ণনা অনুসারে হযরত ইসমাইলের জন্মের সময় হজরত ইব্রাহিমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। (আদি পুস্তক ১৬:১৬)

অন্যদিকে হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তার বয়স ছিল একশত বছর। **(৫:২১)**

এ কথা মনে রাখতে হবে, ইব্রাহিম স্বপ্নে দেখেন নি যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করে ফেলেছেন. বরং তিনি দেখেছিলেন, তিনি তাকে যবেহ করেছেন।

তিনি স্বপ্নের অর্থ নিয়েছিলেন, তিনি পুত্রকে জবেহ করবেন। কিন্তু সপ্নে দেখাবার মধ্যে আল্লাহ যে সূক্ষ্ম বিষয় সামনে রেখেছিলেন তা ১০৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

পুত্রকে একথা জিজ্ঞেস করার অর্থ এ ছিলো না যে, তুমি রাজি হয়ে গেলে আল্লাহর হুকুম তামিল করবো অন্যথায় করবো না। বরং ইব্রাহিম আসলে দেখতে চাচ্ছিলেন, তিনি যে সৎ সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন সে যথার্থই কতটুকু সৎ। যদি সে নিজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে এর অর্থ হয়, দোয়া পুরোপুরি কবুল হয়েছে এবং পুত্র নিছক শারীরিক দিক দিয়েই তার সন্তান নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাতিক দিক দিয়েও তার সুসন্তান।

এ কথাগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, নবী-পিতার স্বপ্নকে পুত্র নিছক স্বপ্ন নয় বরং আল্লাহর হুকুম মনে করেছিলেন। এখন যদি যথার্থই এটি আল্লাহর হুকুম না হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পরিস্কার ভাবে বা ইংগিতের মাধ্যমে বলে দিতেন যে, ইব্রাহিম-পুত্র ভুলে একে হুকুম মনে করে নিয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর আলোচনায় আর কোনো ইংগিত নেই। এ কারণে নবীদের স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয় বরং তাও হয় এক ধরনের ওহী, মুসলমানরা এ বিশ্বাস পোষণ করে।

এ কথা স্পষ্ট যে কথার মাধ্যমে এতবড় একটা নিয়ম আল্লাহর শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা যদি সত্য ভিত্তিক না হতো বরং নিছক একটি বিভ্রান্তি হতো তাহলে আল্লাহ তার প্রতিবাদ করতেন না, এটা হয়তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। কুরআনকে যারা আল্লাহর কালাম বলে মানে তাদের পক্ষে আল্লাহর এ ধরণের ভুল হয়ে যেতে পারে এ কথা মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব।

হযরত ইব্রাহিম পুত্রকে উপুঁড় করে শুইয়ে দিয়েছেন, যাতে যবেহ করার সময় পুত্রের মুখ দেখে কোন প্রকার স্নেহ মমতার বসে তার হাত কেপে না যায়। তাই তিনি নিচের দিক থেকে হাত রেখে ছুরি চালাতে চাচ্ছিলেন।

আল্লাহ যখন দেখে থাকবেন বুড়ো বাপ তার বুড়ো বয়সের আকাঙ্খায় চেয়ে পাওয়া পুত্রকে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং পুত্রও নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেছে, তখন এ দৃশ্য দেখে রহমতের দরিয়ায় কেমন নাজানি উথলে উঠে থাকবে এবং পিতা-পুত্রের প্রতি মালিকের প্রেম কেমন নাজানি বাঁধনহারা হয়ে গিয়ে থাকবে, তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে। কথায় তার অবস্থা যতই বর্ণনা করা হোক না কেন, তা ব্যক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বরং বর্ণনায় তার আসল দৃশ্যের অতি অল্পই ফুটে উঠবে।

তুমি পুত্রকে যবেহ করে দিয়েছো এবং তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে। এটা তো আমি তোমাকে দেখাই নি। বরং আমি দেখিয়েছিলাম তুমি যবেহ করছো। তুমি সে স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিলে। কাজেই তখন তোমার সন্তানের প্রাণবায়ু বের করে নেয়া আমার লক্ষ্য নয়। আসল উদ্দেশ্যে যা কিছু ছিল তা তোমার সংকল্প, উদ্যোগ ও প্রস্তুতিতেই সফল হয়ে গেছে।

যারা সৎকর্মের পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আমি খামাখা কষ্টের মধ্যে ফেলে দেবার এবং দুঃখ ও ক্লেশের মুখোমুখি করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করি না। বরং তাদের উন্নত গুনাবলী বিকশিত করার এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করার জন্যই তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করি। তারপর পরীক্ষর খাতিরে তাদেরকে সে সংকট সাগরে নিক্ষেপ করি তা থেকে নিরাপদে উদ্ধার করি। তাই দেখো, পুত্রের কুরবানীর জন্য তোমার উদ্যোগ প্রবণতা ও প্রস্তুতিই তোমাকে এমন মর্যাদা দানের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, যা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যথার্থ পুত্র উৎসর্গকারী লাভ করতে পারতো। এভাবে আমি তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করলাম এবং তোমাকে এ উচ্চ মর্যাদা দান করলাম।

তোমার হাতে তোমার পুত্রকে যবেহ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং দুনিয়ার কোনো জিনিসকে তুমি আমার মোকাবিলায় বেশি প্রিয় মনে করো কিনা, সে পরীক্ষা নেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

"বড় কুরবানী" বলতে বাইবেল ও ইসলামী বর্ণনা অনুসারে একটি ভেড়া, সে সময় ফেরেশতা হজরত ইব্রাহিমের সামনে পেশ করেন পুত্রের পরিবর্তে একে যবেহ করার জন্য। "বড় কুরবানী" বলার কারণ, এটি ইব্রাহিমের ন্যায় আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দার জন্য ইব্রাহিম পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল প্রাণ উৎসর্গকারী পুত্রের প্রানের বিনিময়ে ছিল এবং আল্লাহ একে একটি নজির বিহীন কুরবানীর নিয়তে পুরা করার উসিলায় পরিণত করেছিলেন। এ ছাড়াও একে "বড় কুরবানী" গণ্য করার আর একটি বড় কারণ যে, এ তারিখে দুনিয়ার সমস্ত মু'মিন পশু কুরবানী করবে এবং বিশ্বস্ততা ও প্রান উৎসর্গিতার এ মহান ঘটনার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা বাকারাহ ২:১২৫,১২৭,১৩৩,১৩৬ ও ১৪০</u>

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن
مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, "তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" এবং ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম। (সূরা বাকারাহ ২:১২৫)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا ؕ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"
(সূরা বাকারাহ ২:১২৭)

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى ؕ قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهِمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদাত' করিবে?" তাহারা তখন বলিয়াছিল, " আমরা আপনার ইলাহ -এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই 'ইবাদাত' করিব। " তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাহার নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারাহ ২:১৩৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قُولُوٓا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ مَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرٰهٖمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَ
عِيسٰى وَ مَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦

তোমরা বল, "আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে; এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মুসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হইয়াছে; আমরা তাহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাহারি নিকট আত্মসমর্পণকারী।' (সূরা বাকারাহ ২:১৩৬)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن
كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُۥ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٠

তোমরা কি বল, "ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগন অবসসই ইয়াহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল?" বল, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ?' আল্লাহর নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হইতে পারে? তোমরা যাহা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। (সূরা বাকারাহ ২:১৪০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আলে-ইমরান ৩:৮৪</u>

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ
اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ
عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ
لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

বল, "আমরা আল্লাহকে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ইমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি নাএবং আমরা তাহারই নিকট আত্মসমর্পনকারী। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৮৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩</u>

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ
اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ
عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

আমি তো তোমার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার প্রবর্তী নবীগনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম; ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকটও 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল-আ'নআম ৬:৮৬</u>

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾

আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাইল, আল-য়াসা'আ, ইউনুস ও লুতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে; (সূরা আল-আ'নআম ৬:৮৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৫ থেকে ৩৯</u>

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ
اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

স্মরণ কর, ইব্রাহিম বলিয়াছিল, "হে আমার প্রতিপালক!" এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগনকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৫)

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَ
مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾

"হে আমার প্রতিপালক!" এই সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে. সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সে-ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমতাশীল, পরম দয়ালু।
(সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ
ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ
تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧

"হে আমার প্রতিপালক!" আমি আমার বংশধরদের কতককে করাইলাম করেন অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্য যে, উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিয়া, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৭)

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِي وَمَا نُعۡلِنُۗ وَمَا يَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ
فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣٨

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।" (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৮)

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي
لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়ে থাকেন। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মরিয়াম ১৯:৫৪

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ
رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

স্মরণ কর, এই কিতাবে ইসমাইলের কথা, সে তো ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল নবী; (সূরা মরিয়ম ১৯:৫৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আম্বিয়া ২১:৮৫

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

স্মরণ কর, ইসমাইল, ইদ্রীস ও যুল-কিফল-এর কথা, তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল;
(সূরা আম্বিয়া ২১:৮৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০১ থেকে ১০৭

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০১)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ
اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মতো বয়সে উপনীত হইল তখন ইব্রাহিম বলিল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করিতেছি, এখন তোমরা অভিমত কি বল?' সে বলিল, 'হে পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হয়েছেন তাহাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।' (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০২)

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾

যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইব্রাহিম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল, (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৩)

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, 'হে ইব্রাহিম !' (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যি পালন করলে!' এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৫)

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পস্ট পরীক্ষা। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৬)

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০৭)

১৯:৫৪ ব্যাখ্যা

প্রত্যেক রাসূল নবী হন. কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসুল নন। আবু যর (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (স:) কে রাসূলদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন ৩১৩ বা ৩১৫ এবং নবীদের সংখ্যা বলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার (সনদ দূর্বল)।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ:), তারই পুত্র ইসমাঈল (আ:) তার আদর্শই হলো মুহাম্মদ (স:) এর আদর্শ অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাস ও তার উপাসনা করা। আসুন আমরা পুরোপুরি মুসলিম হয়ে যাই।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/